বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮

তারিখ: ০৮ এপ্রিল ২০২৪ / ২৫ চৈত্র ১৪৩০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফা হইতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.২২.০০৫.২০.৫৯ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উক্ত পত্রে বর্ণিত স্পষ্টীকরণ নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের নিমিত্ত পত্রটি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী: বর্ণনা মোতাবেক

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০০৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[করনীতি উইং]
আগারগাঁও, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

নম্বর: ০৮.০১.০০০০.০৩০.২২.০০৫.২০.৫৯

তারিখ: ১৭ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফা হইতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আমানতের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের প্রযোজ্যতার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নবর্ণিত সাধারণ স্পষ্টীকরণ জারী করল, যথা:

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি করযোগ্য সত্তা?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সকল আয় কি করযোগ্য?

উত্তর: না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ- ১ এর দফা (৩) অনুযায়ী সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। অর্থাৎ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের আয় করযোগ্য।

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কি রিটার্ন দাখিল করতে হবে?

উত্তর: না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয় কি প্রযোজ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহযোগ্য?

উত্তর: হ্যাঁ। যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের বিধান রয়েছে এমন সকল প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয়ের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি কোম্পানি?

উত্তর: হ্যাঁ। আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৯১) অনুযায়ী "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ। আবার, উক্ত আইনের ধারা ২(৩১) নিম্নরূপ, যথা:-

“‘‘**কোম্পানি**’’ অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানি, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

......

(জ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ,** স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা;

...............;”

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আমানতের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে কিনা?

উত্তর: আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২(১) অনুযায়ী আয়কর আইন, ২০২৩ বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ইসলামী নীতি মোতাবেক পরিচালিত কোনো ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো লিজিং কোম্পানি অথবা কোনো হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি কোনো সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, মেয়াদী আমানত বা অন্য কোনো প্রকার আমানতের বিপরীতে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যা পূর্বে ঘটে, উৎসে কর কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করবেন। উক্ত সুদ বা মুনাফা যদি কোম্পানি করদাতা কর্তৃক গৃহীত হয় তবে ২০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। যেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোম্পানির সংজ্ঞাভুক্ত সেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ২০% হবে।

প্রশ্ন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আমানতের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের হার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যর্থতায় ৫০% বৃদ্ধি পারে কিনা?

উত্তর: না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় বিধায় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যর্থতায় উৎসে কর কর্তনের হার ৫০% বৃদ্ধি পাবে না।

স্বাক্ষরিত
৩১/০৩/২০২৪

(বাপন চন্দ্র দাস)
দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১)
করনীতি উইং
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

নম্বর: ০৮.০১.০০০০.০৩০.২২.০০৫.২০.৫৯

তারিখ: ১৭ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সদয় বিতরণ এবং পরিপালন নিশ্চিতের নিমিত্ত)।

২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাংকও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত সুদ বা মুনাফা হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

৩। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৪ ঢাকা।

৪। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করার নিমিত্ত)।

৫। পি এস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(বাপন চন্দ্র দাস)
দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১)
করনীতি উইং
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাংকও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত সুদ বা মুনাফা হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ।